শিশু ও যুবক-কিশোরদের সুরক্ষা নীতি

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০২৫

Srijonshil
GAIBANDHA
Non-profit organisation

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন

জান্নাতুল ভিলা, বাড়ি নং-৮৩, রোড নং-০১, টেংগরজানী, গাইবান্ধা-৫৭০০
ই-মেইল: srijonshilgaibandha@gmail.com মোবাইল: +৮৮০১৭৫৯-৪৫৪১৬৭, +৮৮০১৭৬৭-১৪০১১৪
ওয়েবসাইট: www.srijonshilgaibandha.org ফেসবুক: Facebook.com/SrijonshilGaibandha

সংস্থাটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: Gai-98/Sadar-20/22), সমাজসেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: Gai/Sadar/1541/2023) এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (RJSC) (নিবন্ধন নং: RAJS-557/2025)-এ নিবন্ধিত।

সংগঠনের পটভূমি

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন (SGF) একটি যুব নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা ২২ এপ্রিল ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একটি মানবিক, শিক্ষিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে অবদান রাখার লক্ষ্য নিয়ে।এই সংগঠন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সুবিধাবঞ্চিত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।এর প্রধান ফোকাস যুব শক্তি উন্নয়ন, নারী ও কিশোরী নেতৃত্ব গঠন, শিক্ষা, জলবায়ু কর্মসূচি, মানবিক সহায়তা, সামাজিক জবাবদিহিতা এবং সম্প্রদায় উন্নয়নের উপর।এসজিএফ অংশগ্রহণমূলক, অধিকারভিত্তিক এবং সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যাতে যুবকরা এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়।

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন (এসজিএফ) সরকারিভাবে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত। সংগঠনটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে (নিবন্ধন নং: গাই-৯৮/সদর-২০/২২), সামাজিক সেবা অধিদপ্তরে (নিবন্ধন নং: গাই/সদর/১৫৪১/২০২৩), এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মস (RJSC) (নিবন্ধন নং: RAJS-৫৫৭/২০২৫) নিবন্ধিত, যা অফিসিয়ালি ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

নীতিমালা বিবৃতি

আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিশু ও যুবকদের প্রতি লিঙ্গ সংবেদনশীল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, যেকোনো ধরনের সহিংসতা থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যাপারে।আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করি যে, আমরা এবং আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী কেউ কোনওভাবেই শিশু বা যুবকদের ক্ষতি, নির্যাতন বা সহিংসতা করব না এবং তাদের এই ঝুঁকিতে ফেলব না।

আমরা শিশু ও যুবকদের নিরাপদ অভ্যাস, পদ্ধতি, হস্তক্ষেপ ও পরিবেশ প্রচার করি যা তাদের নির্দিষ্ট সুরক্ষা চাহিদা ও ঝুঁকির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এবং লিঙ্গ ও অন্যান্য পরিচয়ের বৈচিত্র্য বিবেচনা করে।আমরা বৈষম্য, বৈষম্যমূলক আচরণ বা বঞ্চনার বিরোধী এবং তা বরদাস্ত করি না।

আমরা এমন শিশু বা যুবকের প্রতি সাড়া দিই যাদের সুরক্ষা বা মানসিক-সামাজিক সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে এবং সর্বদা তাদের কল্যাণ ও সর্বোচ্চ স্বার্থকে আমাদের প্রধান বিবেচনা হিসেবে রাখি।

আমরা নিশ্চিত করি যে, যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করে বা জড়িত তাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের যথাযথ সমর্থন দেওয়া হয়।আমরা সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি যাতে কেউ যিনি শিশু ও যুবকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে জড়িত হতে না পারেন।এবং যে কোনো কর্মী, সহযোগী বা দর্শনার্থী যদি শিশুদের প্রতি সহিংসতা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমরা শিশু ও যুবকদের তাদের নিজস্ব সুরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করি।

সুরক্ষা নীতিমালার উদ্দেশ্য

আমাদের সংগঠন স্বীকার করে যে, বিশ্বব্যাপী ও সকল সমাজে শিশু ও যুবকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বলতে বোঝায় শারীরিক বা মানসিক সহিংসতা, আঘাত ও নির্যাতন, অবহেলা বা অবহেলাজনিত আচরণ, অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতন।এছাড়াও, শিশু ও যুবকরা লিঙ্গ, যৌন অভিমুখ, জাতিগত উৎস, অক্ষমতা, বয়স বা অসুস্থতার কারণে ঝুঁকিতে থাকতে পারে।

আমাদের এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো সংগঠন হিসেবে আমরা যেভাবে কাজ করি তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে আমরা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যেসব শিশু ও যুবকদের সঙ্গে কাজ করি, তারা সুরক্ষিত থাকে এবং তাদের মঙ্গল নিশ্চিত হয়।একই সঙ্গে আমাদের কার্যক্রমে বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় তাদের কোনো ধরনের ক্ষতি না হয়।

এই নীতিমালার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে:

- আমাদের সঙ্গে কাজ করা ও জড়িত সবাই সুরক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী, বোঝাপড়া সম্পন্ন এবং তাদের দায়িত্ব পালনে যথাযথ সহায়তা প্রাপ্ত।
- আমাদের কর্মী, সহযোগী, দর্শনার্থী বা সংগঠন হিসেবে আমাদের যে কোনো কর্ম-আচরণ থেকে শিশু বা যুবকদের প্রতি সহিংসতা বা ঝুঁকি সৃষ্টি হলে তা প্রতিরোধ ও সমাধানের জন্য প্রক্রিয়া রয়েছে।
- আমরা যে শিশু ও যুবকদের সঙ্গে কাজ করি তারা জানে যে, তাদের সুরক্ষায় আমাদের দায়িত্ব কী এবং যদি তাদের কোনো ক্ষতি হয়, তখন তা রিপোর্ট করার উপায় কী।

মূল নীতিমালা

আমাদের সুরক্ষা নীতিমালা বিভিন্ন নীতিমালা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. সকল শিশু ও যুবকের সুরক্ষার অধিকার সমান এবং তাদের মঙ্গল ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে।

২. এই নীতিমালা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, যারা সংগঠনের হয়ে কাজ করেন, যেমন: কর্মী, ইন্টার্ন, স্বেচ্ছাসেবক, বিক্রেতা, উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং অংশীদার।

৩. আমাদের সংগঠনের প্রত্যেকে কর্মী, অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের সুরক্ষার জন্য দায়িত্বশীল।কেউ যেখানে সম্ভব নির্যাতন বন্ধ করার চেষ্টা করবে এবং সবাই নির্যাতন ঘটলে তা রিপোর্ট করবে।

৪. আমরা কর্মী ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত ঝুঁকি কমানোর দায়িত্বে রয়েছি।

৫. শিশু ও যুবকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সব কাজ সর্বোচ্চ স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে হবে।আমরা তাদের অধিকার সম্মান করি এবং কোনো ক্ষতি করি না।

৬. আমরা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করি এবং সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যদের প্রভাবিত করি।আমাদের নীতি ও প্রক্রিয়া অন্যদের সাথে শেয়ার করি এবং ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকি।

৭. নির্যাতন ঘটলে আমরা নিশ্চিত করি যে, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিরাপদ রিপোর্টিং চ্যানেল থাকে, যাতে তারা অভিযোগ করতে পারে, তদন্ত হয় এবং প্রয়োজনে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।আমরা হুইসেলব্লোয়ারদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করি।

৮. আমরা স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত পরিবেশে কাজ করি যেখানে শিশু ও যুবকদের সুরক্ষা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পায়।আমরা বুঝি যে, যখন কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার, শিশু, পরিবার বা সম্প্রদায় উদ্বেগ প্রকাশ করতে না পারে, তখন নির্যাতন ও ক্ষতির ঘটনা বাড়ে।

৯. আমরা গোপনীয়তা রক্ষা করি এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করি না, বিশেষত সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগে সংশ্লিষ্টদের নাম ছাড়া, যতক্ষণ না এটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়।

১০. শিশু ও যুবকদের সুরক্ষায় যেকোনো অভিযোগ গম্ভীরভাবে গ্রহণ করা হবে।প্রয়োজনে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং শিশু সুরক্ষা সংস্থার সাথে যোগাযোগও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং অংশীদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগে সম্পর্কিতদেরEngagement স্থগিত বা বাতিল করা হতে পারে।

ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ:

১. সকল কর্মী, সহযোগী এবং দর্শনার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পালন করবেন:

ক) এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং অবদান রাখবেন যেখানে শিশু ও যুবকরা সম্মানিত, সুরক্ষিত, সহায়তাপ্রাপ্ত এবং সুরক্ষিত বোধ করে।

খ) কখনোই এমন কোনো আচরণ বা কাজ করবেন না যা শিশু বা যুবকের প্রতি সহিংসতা ঘটায় বা তাদের সহিংসতার ঝুঁকিতে ফেলে।

গ) এই সুরক্ষা নীতিমালার বিধানসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং তা অনুসরণ করবেন।

২. সকল কর্মীরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

ক) এই সুরক্ষা নীতিমালা এবং আচরণবিধি (পরিশিষ্ট ১) অনুসরণ করবেন;

খ) সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ ও নীতিমালা লঙ্ঘনের বিষয়গুলি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী রিপোর্ট ও সমাধান করবেন।

৩. সহযোগী ও দর্শনার্থীরা নিম্নলিখিত শর্ত মেনে চলবেন:

ক) স্বাক্ষর করে সম্মত হবেন যে, তারা অনুসরণ করবেন:

i. সুরক্ষা আচরণবিধি (পরিশিষ্ট ১); অথবা

ii. সংগঠনের দ্বারা উন্নত অন্যান্য উপযুক্ত নির্দেশিকা যা শিশু ও যুবকদের প্রতি সঠিক আচরণ নির্দেশ করে এবং সুরক্ষা আচরণবিধিকে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করে; অথবা

খ) তাদের নিজস্ব আচরণবিধি অনুসরণ করবেন, যদি তা এই সুরক্ষা নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৪. ম্যানেজারগণ নিশ্চিত করবেন:

ক) আমরা যেসব শিশু, যুবক ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বা কাজ করি, তাদের এই সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবগত করা হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে যে কোনো সহিংসতা বা সমস্যা রিপোর্ট করতে পারে (পরিশিষ্ট ৩);

খ) কর্মী, সহযোগী ও দর্শনার্থীরা তাদের ভূমিকা বা আমাদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য সুরক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড সম্পর্কে সচেতন থাকবে;
গ) এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন ও সমর্থন করবেন যা শিশু ও যুবকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখে এবং সহিংসতা প্রতিরোধ করে;
ঘ) এই নীতিমালা তাদের দায়িত্বাধীন এলাকায় সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল থাকবেন এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড (পরিশিষ্ট ২) অনুসরণ করবেন।

৫. অংশীদাররা:
আমাদের সাথে কাজ করা যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যারা শিশু ও যুবকদের নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম, প্রকল্প, প্রক্রিয়া, অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে যুক্ত থাকে, তাদের অবশ্যই পরিশিষ্ট ২ এর সুরক্ষা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

৬. মানব সম্পদ বিভাগ: সংগঠনের মানব সম্পদ বিভাগ কর্মী, সহযোগী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করবে।এছাড়াও, কর্মীর রেফারেন্স যাচাই, পরিচয়পত্রের প্রমাণ, পুলিশ যাচাই রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাচাই কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭. সুরক্ষা ফোকাল পার্সন:
নির্ধারিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি শিশু ও যুবকদের সুরক্ষার জন্য প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবেন, যাতে কর্মী ও অংশীদাররা এই নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন থাকে।এই ফোকাল ব্যক্তির নাম এবং যোগাযোগের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে যেন যেকেউ উদ্বেগ প্রকাশ বা পরামর্শ নিতে জানে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে।সকল ঘটনা গোপনীয়তা বজায় রেখে সঠিকভাবে নথিভুক্ত রাখবেন।

পরিশিষ্ট ১: আচরণবিধি (Code of Conduct)
এই আচরণবিধিতে সকল কর্মী, সহযোগী, দর্শনার্থী এবং স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবীদের অবশ্যই কাজ শুরু করার পূর্বে স্বাক্ষর করতে হবে। আমরা শিশু ও যুবকদের প্রতি সব ধরনের নির্যাতন ও অপব্যবহার অগ্রহণযোগ্য মনে করি এবং আমাদের দায়িত্ব মনে করি তাদের সুরক্ষিত রাখা, তাদের মঙ্গল নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রতি কোনো রকম নির্যাতন ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।অপব্যবস্থা, শারীরিক, মানসিক/আত্মিক ও যৌন নির্যাতন হল প্রধান নির্যাতনের ধরন।

আমাদের শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলো নির্ধারণ করে আমরা কীভাবে শিশু ও যুবকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেব।এতে নির্যাতন ও ক্ষতির ঘটনা রোধের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া এবং নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত।

একটি শিশু হলো ১৮ বছরের নিচে যেকোনো মানবিক প্রাণী, যা জাতিসংঘের শিশু অধিকার সম্মেলন, ১৯৮৯ অনুসারে নির্ধারিত। আর একজন যুবক হলো ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যে কোনো মানবিক প্রাণী, যা আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ (১৯৮৫) এর প্রস্তুতি অনুসারে সংজ্ঞায়িত।

এই নীতিমালার অংশ হিসেবে, সকল কর্মী, সহযোগী, দর্শনার্থী এবং স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবী (পরামর্শদাতা ও ইন্টার্নসহ), পূর্ণ বা আংশিককালীন যাই হোক না কেন, এই নীতিমালা মেনে চলার জন্য এবং বিশেষ করে এই আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করার জন্য সম্মত হবেন, যা শিশু ও যুবকদের সুরক্ষা এবং প্রত্যাশিত আচরণ নির্দেশ করে।এটি বাধ্যতামূলক।

এই আচরণবিধি লঙ্ঘন করে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।আচরণবিধি দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যাশা করি যে আমাদের প্রতিনিধিরা সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করবেন এবং সর্বদা "শিশু/যুবকের সর্বোত্তম স্বার্থ" কে গুরুত্ব দেবেন।আমরা শিশু অধিকার সংক্রান্ত সংমিলিত চুক্তি (Convention on the Rights of the Child) এবং নিচের পাঁচটি মূলনীতি সম্মান করি:

মূলনীতি:

১. শিশু ও যুবকদের অধিকার:
সকল কর্মীকে শিশু ও যুবকদের অধিকার সম্মান করতে হবে এবং তা প্রচার করতে হবে।সর্বোপরি, প্রত্যেক শিশু/যুবকের নিরাপদে বাঁচার অধিকার রক্ষা করতে হবে, যাতে তারা কোনো নির্যাতন বা শোষণের শিকার না হয় এবং সব সময় তাদের সর্বোত্তম স্বার্থেই কাজ করতে হবে।

২. শূন্য সহনশীলতা (Zero tolerance):
আমরা কোনো রকম নির্যাতন সহ্য করব না এবং শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করব।
৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
আমরা নিশ্চিত করব যে পরিকল্পনার শুরু থেকে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যন্ত ঝুঁকি সনাক্ত ও হ্রাস করা হয়েছে।
৪. সবার দায়িত্ব:
শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রতিনিধির (কর্মীসহ) ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। আমরা নিশ্চিত করব যে অংশীদার সংস্থাগুলোর প্রোগ্রামগুলোও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা মানদণ্ড মেনে চলে।
৫. অবগতির দায়িত্ব: আচরণবিধির কোনো সন্দেহজনক বা বাস্তব লঙ্ঘন ঘটলে তা সঙ্গে সঙ্গে সুপারভাইজার/ম্যানেজার বা সুরক্ষা ফোকাল পার্সনকে রিপোর্ট করতে হবে।পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে

আচরণবিধি স্বাক্ষর করে আমি স্পষ্টভাবে সম্মত হব:

আমি সবসময়:

- শিশু ও যুবকদের সম্মান ও সমানভাবে আচরণ করব, তাদের বয়স, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, মতামত, জাতীয়তা, জাতি বা সামাজিক বর্ণ, অবস্থান, শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গ অভিমুখ, বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্থক্য করব না।
- শিশু ও যুবকদের তাদের বয়স এবং পরিপক্বতা অনুযায়ী নিজ নিজ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণে সহায়তা করব।
- শিশু ও যুবকদের, তাদের পরিবার, সম্প্রদায়, অন্যান্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী এবং অংশীদার সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে একটি যোগাযোগের সংস্কৃতি বজায় রাখব যা আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করে যাতে উদ্বেগগুলি শেয়ার ও আলোচনা করা যায়।
- শিশু ও যুবকদের তদারকি করার সময় সহিংসতা ছাড়াই ইতিবাচক আচরণ পদ্ধতি ব্যবহার করব।
- শিশু ও যুবক ও সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করব যাতে তারা বড়দের সাথে এবং একে অপরের সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারে।
- শিশু ও যুবক ও সম্প্রদায়কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশের অধিকার এবং উদ্বেগ প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করব।
- শিশু ও যুবকদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করব যাতে তারা নিজেদের সুরক্ষায় সক্ষম হয়।
- শিশুর/যুবকের সাথে যোগাযোগের সময় অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থিতি নিশ্চিত করব অথবা দৃশ্যমান থাকার চেষ্টা করব।
- শিশু/যুবকের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করব এবং এমন কোনো কাজ করব না যা তারা নিজেরাই করতে পারে।
- কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং কর্মস্থল এমনভাবে গড়ে তুলব যাতে শিশুর বয়স ও উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে ক্ষতির ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়।
- শিশু, পরিবার ও সম্প্রদায়ের তথ্য গোপনীয় রাখব।
- এমন আচরণ করব যা ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে (যেমন ধূমপান থেকে বিরত থাকা, সহকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি)।
- ছবি তোলা, রেকর্ডিং করা বা শিশুর/যুবকের ছবি, কথা বা ইতিহাস ব্যবহারের জন্য শিশুর/যুবকের এবং তাদের অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করব এবং বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করব যে কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে।
- নিশ্চিত করব যে শিশু/যুবকের পোজ কোনোভাবেই অবমাননাকর বা যৌনাত্মক অর্থ বহনকারী নয়।
- শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে আমার ম্যানেজার/সুপারভাইজার বা সুরক্ষা ফোকাল পার্সনের কাছে যেকোনো উদ্বেগ বা প্রশ্ন উত্থাপন করব।
- নীতিমালা ও আচরণবিধি লঙ্ঘন বা শিশু/যুবক নির্যাতনের যেকোনো সন্দেহ বা অভিযোগ সম্পর্কে আমার লাইন ম্যানেজার বা সুরক্ষা ফোকাল পার্সনকে অবিলম্বে রিপোর্ট করব, এমনকি যদি তথ্য অস্পষ্টও হয়।

আমি কখনোই করব না:

- ১৮ বছরের কম বয়সীর সাথে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করব না, আইন বা স্থানীয় রীতিনীতি যাই হোক না কেন।শিশুর বয়স ভুল বোঝা কোনো যুক্তি হবে না।
- যৌন সেবা বা অন্য কোনো হুমকিস্বরূপ অর্থ, কাজ, পণ্য বা মানবিক সহায়তা বিনিময় করব না।
- শিশু/যুবকদের স্পর্শ করব না বা অনুচিত ভাষা ব্যবহার করব না, তাদের উসকানি, হয়রানি বা অবজ্ঞা করব না, এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি অসম্মান দেখাব না।
- শিশু/যুবককে শ্রমিক হিসেবে শোষণ করব না (যেমন গৃহস্থালির কাজ)।
- কোনোভাবেই শিশু/যুবকের প্রতি বৈষম্য করব না বা পক্ষপাতিত্ব করব না।

- শিশু/যুবক বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাব না বা এমন সম্পর্ক গড়ব না যা পেশাগত সীমার বাইরে বলে বিবেচিত হতে পারে।
- আমার ম্যানেজারের অনুমতি ব্যতীত শিশু/যুবকের সাথে একা কাজ করব না বা তাদের যাতায়াত করব না, যদি না তা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক হয়।
- মাদক বা মদ্যপান অবস্থায় শিশু/যুবকদের সাথে কাজ করব না।
- ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গোপনে শিশু/যুবকদের ছবি বা ভিডিও তুলব না।
- শিশু/যুবকদের যৌন বা অশ্লীল ছবি দেখাব, প্রকাশ করব বা শেয়ার করব না।
- যৌন শোষণপ্রাপ্ত, পাচারের শিকার, নির্যাতিত, আইনের বিরুদ্ধে থাকা বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশুদের মুখ প্রকাশ করব না।
- সম্পূর্ণ নগ্ন বা অপ্রাসঙ্গিক পোশাকে শিশুর ছবি তুলব বা প্রকাশ করব না।
- শিশু/যুবকদের দুর্বল, অক্ষম বা অনাহুত victims হিসাবে উপস্থাপন করব না।
- শিশু/যুবক বা তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কোনো ছবি বা গল্প প্রকাশ করব না।
- ম্যানেজার ও সুরক্ষা ফোকাল পার্সনের অনুমোদন ছাড়া ছবি ব্যবহার করব না বা ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যম (যেমন ফেসবুক) এ ছবি ও তথ্য প্রকাশ করব না।
- Unless project requires, সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে শিশু ও যুবকদের এবং তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখব না।
- শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা ও আচরণবিধির কোনো লঙ্ঘন বা সন্দেহ থাকলে তা অগ্রাহ্য করব না, নজর এড়িয়ে যাব না এবং রিপোর্ট করব।

আমি বুঝতে পারি যে, যদি আমার বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের সন্দেহ বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে: সংগঠন যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ নয়:

- ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর/যুবকের জন্য সহায়তা প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও সমর্থনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিষয়টি সম্ভব সর্বাধিক নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মীভাবে যাচাই করার চেষ্টা করা (অপরাধের নির্দোষ ধরনা প্রযোজ্য থাকবে) এবং সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা আমার সাময়িক বরখাস্ত বা চুক্তি বাতিলের কারণ হতে পারে।
- বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা এবং/অথবা আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনাটি জাতীয় আইন/বিধিমালার পরিপন্থী হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা।
- ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরায় ঘটতে না পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া, যেমন–অন্য সংস্থাগুলিকে এই বিষয়ে জানানো যাতে পেশাগত রেফারেন্সের জন্য তথ্য দেওয়া যায় যে আমার চুক্তি শিশুর/যুবকের সুরক্ষা নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে বাতিল করা হয়েছে (যথাযথ আইনগত তথ্য সুরক্ষার সীমানার মধ্যে)।

প্রতিশ্রুতির ঘোষণা

আমি, নিচে স্বাক্ষরকারী, ..., ঘোষণা করছি যে আমি শিশু ও যুবক সুরক্ষা নীতিমালা পেয়েছি, পড়েছি এবং তা সম্পূর্ণরূপে বুঝেছি এবং আমি এ নীতিমালা অনুসারে কাজ করার জন্য সম্মত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমি বুঝি যে, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে আমার এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পাশাপাশি উপরে উল্লেখিত শৃঙ্খলাগত বা বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।এছাড়াও, আমি ঘোষণা করছি যে আমার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই যা শিশু/যুবকের বিরুদ্ধে হয় এবং আমি এমন কোনো কারণ জানি না যার ফলে কেউ আমাকে শিশু/যুবকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য অযোগ্য মনে করতে পারে।

তারিখ: ....

স্থান: ....

স্বাক্ষর: ....

অ্যাপেনডিক্স ২: সুরক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক নির্দেশিকা

নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলো সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য, যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করে শিশু ও যুবকদের সম্পৃক্ত প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে।
নির্দেশিকাগুলো শিশু এবং/অথবা যুবকদের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা হবে, যা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর ওপর।

১. প্রতিরোধ:

সংগঠনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শিশু ও/অথবা যুবক সুরক্ষার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং শারীরিক, মানসিক বা যেকোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে থাকা উচিত সাংগঠনিক সুরক্ষা নীতিমালা, আচরণবিধি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যপ্রণালী।

২. আচরণবিধি:

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করবে যে তাদের কর্মীবৃন্দ এমন কোনো আচরণ বা ব্যবহারে লিপ্ত হবেন না যা শিশু ও/অথবা যুবকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩. লিঙ্গ সমতা ও বৈষম্য রোধ:

প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে শিশু ও/অথবা যুবক সুরক্ষার সব নীতি ও প্রক্রিয়া লিঙ্গ সমতা এবং বৈষম্য রোধের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গৃহীত হয়েছে।বুঝতে হবে যে মেয়েরা, ছেলে, তরুণী, তরুণ, এবং বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের শিশুরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকিতে থাকতে পারে এবং সবার সমান অধিকার আছে সুরক্ষার, বয়স, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন অভিমুখ, জাতীয়তা, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মত, বৈবাহিক অবস্থা, প্রতিবন্ধিতা, শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবার, সামাজিক-অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পটভূমি, বা শ্রেণী নির্বিশেষে।

৪. স্ক্রীনিং প্রক্রিয়া:

সকল কর্মী (অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবকসহ) যারা শিশু ও/অথবা যুবকদের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সংস্পর্শে আসবেন, তাদের জন্য বিস্তারিত স্ক্রীনিং প্রক্রিয়া থাকা উচিত।সম্ভব হলে নিয়মিত সময় অন্তর এই প্রক্রিয়া হালনাগাদ করতে হবে।স্ক্রীনিং প্রক্রিয়ায় থাকতে পারে–অপরাধমুক্তির সার্টিফিকেট, চরিত্র সার্টিফিকেট, পুলিশ যাচাই বা সমতুল্য অন্যান্য যাচাই।

৫. সচেতনতা:

সংগঠন নিশ্চিত করবে যে, শিশু ও যুবকদের প্রোগ্রামে যুক্ত সকল কর্মী, উপ-চুক্তিকৃত বা পরামর্শদাতা বা সহযোগী সুরক্ষা ঝুঁকি, নীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত।পাশাপাশি, শিশু ও/অথবা যুবক এবং তাদের অভিভাবক, অভিভাবক বা সঙ্গীকে এই বিষয়গুলি জানানো হবে যাতে তারা বুঝতে পারে কী ধরনের আচরণ আশা করা উচিত এবং উদ্বেগের বিষয় কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে।

৬. ক্ষমতা বৃদ্ধি:

সংগঠন শিশু ও/অথবা যুবকদের জন্য কাজ করা সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যেন তারা সুরক্ষা ঝুঁকি যথাযথভাবে প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ, রিপোর্টিং এবং সাড়া দিতে পারে, বিশেষত বিভিন্ন লিঙ্গ ও অন্যান্য পরিচয়ের প্রেক্ষিতে।

৭. শিশু ও/অথবা যুবকদের অংশগ্রহণ:

শিশু ও/অথবা যুবকদের সক্রিয়, অর্থবহ এবং নৈতিকভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে যুক্ত করা উচিত তাদের পরিবর্তনশীল সক্ষমতার ভিত্তিতে।শিশু ও/অথবা যুবকদের কেবল উদ্বেগের বিষয় হিসেবেই নয়, বরং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে সম্মান করে শোনা উচিত।

৮. রিপোর্টিং ব্যবস্থা:

শিশু ও/অথবা যুবক এবং কর্মীদের জন্য এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত যা সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো নিরাপদে রিপোর্ট করতে সাহায্য করে, সহজলভ্য, ব্যবহার বান্ধব এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল।

৯. প্রতিক্রিয়া ও অনুসরণ:

সংগঠনের নীতি ও প্রক্রিয়ায় শিশু ও/অথবা যুবকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উদ্বেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং পুনঃপর্যালোচনা:
সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং নিয়মিত পর্যালোচনা করা উচিত, যা সংগঠন প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

১১. শৃঙ্খলা ও দণ্ড ব্যবস্থা:
সংগঠনের নীতি ও প্রক্রিয়ায় যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে যা শিশু ও যুবকদের অতিরিক্ত সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।

১২. সচেতন সম্মতি:
সংগঠন শিশু ও/অথবা যুবক (এবং তাদের অভিভাবক/আইনগত অভিভাবক যেখানে প্রযোজ্য) কে প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য (সহ ঝুঁকি সম্পর্কে) প্রদান করবে যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।এতে শিশু ও/অথবা যুবকদের ভয়েস রেকর্ডিং, ভিডিও বা ছবি ব্যবহারের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে (কিভাবে ও কোথায় ব্যবহৃত হবে তা সহ)।সম্মতি নেওয়ার পরই অংশগ্রহণ বা তথ্য/ছবি ব্যবহার করা যাবে।

১৩. ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা:
যে কোনো শিশু বা যুবকের ব্যক্তিগত তথ্য, প্রোগ্রাম থেকে প্রাপ্ত বা অন্যভাবে সংগৃহীত, গোপনীয় রাখা হবে।তথ্য কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করা যাবে না, শুধুমাত্র সংগঠনের নীতি বা প্রযোজ্য স্থানীয় আইন অনুসারে।

১৪. অংশীদারদের সঙ্গে কাজ:
সংগঠন নিশ্চিত করবে যে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার সময় যথাযথ সুরক্ষা মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়।যেকোনো তৃতীয় পক্ষ যারা শিশুদের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কাজ করে তাদের জন্য একই সুরক্ষা নীতিমালা এবং পদ্ধতি প্রযোজ্য।বিক্রেতা, সরবরাহকারী ও অন্যান্য কন্ট্রাক্টর যারা শিশুদের সাথে যোগাযোগে থাকতে পারে, তাদের জন্যও সঠিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

অ্যাপেনডিক্স ৩: নির্যাতন সম্পর্কিত রিপোর্ট ফরম

সন্দেহজনক নির্যাতনের জন্য নমুনা রিপোর্ট ফরম

আপনার জানা থাকলে যে কোনো শিশু বা যুবকের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে, অনুগ্রহ করে এই ফরমটি আপনার সর্বোচ্চ জ্ঞানের ভিত্তিতে পূরণ করুন। দয়া করে মনে রাখবেন যে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ অবিলম্বে (সম্ভব হলে একই কার্যদিবসে) নির্ধারিত যোগাযোগ ব্যক্তিকে রিপোর্ট করতে হবে। আপনি চাইলে নির্ধারিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে এই ফরম পূরণ করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করার পরে পূরণ করতে পারেন। এই রিপোর্টটি তথ্যের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তৈরি করার জন্য একটি সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। গোপনীয়তার স্বার্থে, রিপোর্টটি শুধুমাত্র আপনি নিজেই লিখবেন ও স্বাক্ষর করবেন। এটি শুধুমাত্র নির্ধারিত যোগাযোগ ব্যক্তির কাছে পাঠানো হবে। এটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করা হবে এবং কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে রাখা হবে।

১. আপনার সম্পর্কে তথ্য

আপনার নাম:______________________________

আপনার পদবী: ______________________________

কর্মস্থান: ______________________________

আপনার শিশু/যুবকের সাথে সম্পর্ক: ______________________________

যোগাযোগের বিস্তারিত: ______________________________

২. শিশু/যুবকের সম্পর্কে তথ্য

শিশু/যুবকের নাম: ______________________________

শিশু/যুবকের লিঙ্গ: ______________________________

শিশু/যুবকের বয়স: ______________________________

শিশু/যুবকের ঠিকানা: ______________________________

শিশু/যুবকের অভিভাবকগণ (যদি থাকে): ______________________________

৩. আপনার উদ্বেগ সম্পর্কে

নির্যাতন কি প্রত্যক্ষ করেছেন, নাকি সন্দেহ করছেন? ______________________________

এই উদ্বেগ কি আপনার নিজের প্রত্যক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে, না অন্য কেউ আপনাকে যা বলেছে তার ভিত্তিতে?
(যদি অন্য কেউ থাকে, সে কে?) ______________________________

শিশু/যুবক কি আপনাকে নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছে? ______________________________

অভিযোগের তারিখ:______________________________

অভিযোগের সময়:______________________________

অভিযোগের স্থান:______________________________

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম:______________________________

অভিযুক্ত ব্যক্তির পদবী:______________________________

অভিযোগের প্রকৃতি:______________________________

আপনার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ (দৃশ্যমান আঘাত, শিশু/যুবকের মানসিক অবস্থা ইত্যাদি)

[মন্তব্য: অবশ্যই স্পষ্ট করুন কোন তথ্য সত্য এবং কোনটি মতামত বা শুনা কথা]

____

____

____

____

শিশু/যুবক বা অন্য কোনো উৎস কী বলেছিল এবং আপনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন:

[শিশু/যুবককে প্রভাবিত করবেন না, প্রকৃত তথ্য রেকর্ড করুন]

পূর্বে উল্লেখিত ছাড়া অন্য কোনো তথ্য:

অভিযোগের ঘটনায় অন্য কোনো শিশু/যুবক/ব্যক্তি জড়িত ছিল কি?

গৃহীত পদক্ষেপ (যদি থাকে):

স্বাক্ষর: ______

তারিখ: ______

শব্দার্থকোষ (Glossary):

জেন্ডার রেসপন্সিভ সেফগার্ডিং (Gender Responsive Safeguarding):

জেন্ডার রেসপন্সিভ সেফগার্ডিং একটি সুরক্ষা পদ্ধতি যা:

- মেয়েদের, ছেলেদের এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সুরক্ষা চাহিদা বিবেচনায় পূর্ণরূপে লিঙ্গগত পার্থক্যকে গ্রহণ করে;
- এমন সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো একত্রিত করে যা লিঙ্গ পক্ষপাত ও বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয় থেকে উদ্ভূত শিশু ও যুবকদের (মেয়ে, ছেলে, তরুণী, তরুণ, এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের শিশু) সুরক্ষা ঝুঁকির বিরুদ্ধে কাজ করে; এবং
- বিশেষত মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে সুরক্ষা প্রক্রিয়ায়, যা সমতা, ন্যায্যতা এবং সর্বোপরি তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ক্ষতি (Harm):
'ক্ষতি' অর্থ একটি শিশুর বা যুবকের শারীরিক, মানসিক বা আবেগগত মঙ্গলাবস্থায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব।ক্ষতি হয়তো ইচ্ছাকৃত বা অজান্তে নির্যাতন বা শোষণের মাধ্যমে হতে পারে।

শিশু ও যুবকদের সুরক্ষা (Safeguarding children and young people):
এটি সেই দায়িত্ব, প্রতিরোধমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল এবং রেফারেল ব্যবস্থা যা আমরা গ্রহণ করি শিশু ও যুবকদের সুরক্ষিত রাখতে, যাতে কোনো শিশু বা যুবক আমাদের সংগঠনের সাথে সম্পর্কের কারণে কোনো ধরনের ক্ষতির শিকার না হয়।

শিশু বা যুবকের বিরুদ্ধে সহিংসতা (Violence against a child or young person):
এতে শারীরিক বা মানসিক সহিংসতা, আঘাত বা নির্যাতন, অবহেলা বা অনুপযুক্ত আচরণ, আবেগগত কু-ব্যবহার বা মানসিক সহিংসতা, যৌন নির্যাতন ও শোষণ, হয়রানি, এবং বাণিজ্যিক বা অন্যান্য শোষণ অন্তর্ভুক্ত।সহিংসতার ঘটনা অনলাইনের মাধ্যমে, যেমন ওয়েব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা মোবাইল ফোনেও ঘটতে পারে।এটি হতে পারে শারীরিক বল বা ক্ষমতার ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃত কোনো কাজ অথবা সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থতা।

যুবক/যুবতী বা যুব সমাজ (Young Person/People or Youth):
১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী ব্যক্তি – তরুণী, তরুণ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের যুবকরা।এই গোষ্ঠী 'শিশু', 'কিশোর-কিশোরী' এবং 'প্রাপ্তবয়স্ক' শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হলেও, যুবকদের আলাদা সুরক্ষা চাহিদা রয়েছে এবং তাদের জন্য বিশেষ বিবেচনা জরুরি।

নির্যাতন (Abuse):
এই নীতিমালায় 'নির্যাতন' শব্দের অর্থ: যৌন হয়রানি, ধমকানো, সহিংসতা, হয়রানি বা বুলিং, লাঞ্ছনা, বৈষম্য, অবহেলা এবং শোষণ।

যৌন হয়রানি (Sexual harassment):
যে কোনো অবাঞ্ছিত, সরাসরি বা পরোক্ষ, শারীরিক, মৌখিক বা অমৌখিক যৌন ধরনের আচরণ।

ধমকানো (Intimidation):
ইচ্ছাকৃত এমন আচরণ যা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিকে আঘাত বা ক্ষতির ভয়ে বাধ্য করে এমন কিছু করতে যা সে সাধারণত করত না।

বুলিং (Bullying):
কাউকে ছোট করে দেখানো, আধিপত্য বিস্তার, লক্ষ্যবস্তু করা বা একা করা।এই আচরণ পরোক্ষ, আগ্রাসী এবং/অথবা হুমকিস্বরূপ হতে পারে। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ বা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে করা হয়রানিকে "সাইবার বুলিং" বলা হয় এবং এটি এই নীতিমালার আওতাভুক্ত।

লাঞ্ছনা (Humiliation):
এমন আচরণ যা কাউকে লজ্জিত করে, তার গর্ব, আত্মসম্মান বা মর্যাদা হ্রাস করে।

বৈষম্য (Discrimination):
বিভিন্ন মানুষের অসংগত বা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, বিশেষত বর্ণ, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, অক্ষমতা, যৌন অভিমুখিতা এবং/অথবা বয়সের ভিত্তিতে।

অবহেলা (Neglect):
এটি নির্যাতনের এক রূপ যেখানে যত্নদাতা ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন।এটি অসতর্কতা, উদাসীনতা বা অনিচ্ছার ফল হতে পারে।

শোষণ (Exploitation):
কাউকে ব্যবহার করে অথবা শোষণ করে লাভবান হওয়ার কাজ।